মেহেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে বসত বাড়ির দ্বিতীয় তলা নির্মাণ কাজে বাঁধা দেওয়ায় সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবাদে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছে নুর ইসলাম নামের এক ব্যক্তি। আজ রবিবার সকাল ১০টার দিকে তার নিজ বাড়ির সামনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নুর ইসলাম নতুন শেখ পাড়ার বাসিন্দা।

নুর ইসলাম তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, গত ২১ আগষ্ট আমার নামে বাড়ি নির্মাণ কাজে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করে শারমিন সুলতানা নামের এক নারী। শারমিন সুলতানা আমার সম্পর্কে সাংবাদিকদের যে তথ্য দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তা মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা বলেছে।

শারমিন, লিপি আক্তার, মিঠুন এবং রিমা খাতুন আমাকে হুমকি-ধামকি দেয়। রিমা বলে, আমাদের পরিবারে আমার স্বামী, ভাই, দুলাভাই, চাচাসহ অনেকে পুলিশে চাকরি করে। সেজন্য তারা ক্ষমতা দেখায়। শারমিনের স্বামী মিঠুন ফেসবুকে বিভিন্ন সময় আপত্তিকর বক্তব্য প্রচার করে যা মানহানিকর।

তারা পৌরসভার প্লান মোতাবেক বাড়ি নির্মাণ না করাই পৌরসভাতে আমি লিখিত অভিযোগ করি। অভিযোগ করার কারণে তারা আমাকে হুমকি-ধামকি দেয় এবং গালিগালাজ করে। এছাড়াও তার আত্মীয় স্বজন পুলিশে চাকরি করে এবং আমাকে দেখে নেবে বলেও হুমকি দেয়। এ বিষয়ে আমি সদর থানায় একটি জিডি করি। যার নং-১৫৭৮।

পৌরসভা আমাদের উভয়পক্ষকে মীমাংসার জন্য ডাকে কিন্তু তারা পৌরসভার আদেশ অমান্য করে বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করে। অবশেষে আমি বিজ্ঞ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করি। আদালত থানার মাধ্যমে ১৪৫ ধারা জারি করে। আদালত নির্দেশ দেয় মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকবে। পরে সদর থানার এসআই দেবদাস মন্ডল এসে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। তার বাড়ি নির্মাণ করার সময় বাড়ির পিলার সঠিক জায়গায় থাকলেও উপরের ছাদ ১৮ ইঞ্চি বাড়িয়ে দিয়েছে। যা আমার সীমানার কাছাকাছি চলে এসেছে।

আমি এই ঘটনার সুষ্ঠ সমাধান চাই এবং আদালতের মাধ্যমে এর সমাধান

চাই। আদালত যে সিদ্ধান্ত দেবে সেটিই আমি মেনে নেব।

মেহেরপুরে সাংবাদিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন

মেহেরপুরে সাংবাদিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল করিম।

উপজেলা ইমারত নির্মাণকারী শ্রমিক ইউনিয়নের আয়োজনে গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে এ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এসময় সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল করিম,সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, সদস্য কুতুব উদ্দিন ও বাবু তাদের বক্তব্যে বলেন, গতকালকে ঘটে যাওয়া সংবাদ সম্মেলনে তোলা অভিযোগ, “প্রভাব দেখিয়ে জোরপূর্বক ভোট করিয়ে ক্ষমতায় থাকা, কোন সাধারণ শ্রমিকদের খাতে হিসেব দিতে না পারা, বেকার বয়স্ক শ্রমিকদের ১১ মাস বেকার ভাতা না দেওয়া” এই সব অভিযোগ সম্পুর্ন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

তারা আরো বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের কমিটি নিয়ে সাবেক সভাপতি সহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফুরকান আলী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল ইসলাম যা বলেছেন তা মিথ্যা, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।